গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা | ২১ - ২৭ জুন ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, অতি প্রয়োজনীয় এবং বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সহ সমস্ত জিনিসের দামের ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি মানুষের জীবন ছারখার করে দিচ্ছে। একেবারে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ তো বটেই, এমনকি মধ্যবিত্তরাও দু'বেলা পেটভরা খাবারের জোগাড় করতে সমস্যায় পড়ছেন। সরকারি তথ্যই জানাচ্ছে, শুধু খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি নয়, পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির সূচকও বেড়ে চলেছে।

খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ শেয়ার বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ে আগাম বাণিজ্যের ফাটকায় সুবিধা পেতে কালোবাজারি মজুতদার ফাটকাবাজদের কারচুপি। এদের সাথে শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন ও পুলিশ, কায়েমি স্বার্থ নিয়ে বসে থাকা প্রভাবশালী মহল এবং অসৎ মধ্যস্বত্বভোগীদের যোগসাজশ দাম বাড়ানোয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

সর্ববৃহৎ পরীক্ষা কেলেঙ্কারি 'নিট'

চাপা দিতে ব্যস্ত কেন বিজেপি সরকার

ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির সর্বভারতীয় অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা তথা নিট ইউজি ২০২৪-এর পরীক্ষা ও তার ফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে তা এ যাবৎকালের পরীক্ষা কেলেঙ্কারির মধ্যে সর্ববৃহৎ। চিকিৎসক পেশায় প্রবেশ করবার মুখেই যারা দুর্নীতির আশ্রয় নিল তারা কেমন ডাক্তার হবে ভেবেই আঁতকে উঠছেন মানুষ। মানবসভ্যতা রক্ষার তাগিদেই এর বিরুদ্ধে তীব্র এবং লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

এ বছরের নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথে সাথেই সামনে আসতে থাকে, এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতির কথা। এই দুর্নীতির সাথে হাজার কোটিরও বেশি টাকা যুক্ত থাকার কথা ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। যদিও কয়েকটি রাজ্যের পুলিশি তদন্তে যতটুকু তথ্য উঠে এসেছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। প্রশ্ন উঠেছে, এতবড় দুর্নীতি শাসক দলের যোগসাজশ ছাড়া কি আদৌ সম্ভব?

দুয়ের পাতায় দেখুন

নিট-দুর্নীতি ও কলেজে ভর্তি নিয়ে টালবাহানার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে এআইডিএসও

১৩ জুন বিকাশভবনের সামনে থেকে এআইডিএসও কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। গ্রেফতার হন রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় (বাঁ দিকের ছবি)

পরের পর রেল দুর্ঘটনা চলছেই

যাত্রী সুরক্ষায় অপরাধজনক অবহেলা সরকারের

১৭ জুন উত্তরবঙ্গে রেল দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন, উত্তরবঙ্গের রাঙাপানিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ও একটি মালগাড়ির সংঘর্ষে ৩ জন রেলকর্মী সহ সরকার ৮ জনের মৃত্যুর খবর দিলেও ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন, সংখ্যাটা অন্তত ১৫। আহত হয়েছেন ১০০-র বেশি। সিগন্যাল ভেঙে মালগাড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনে ধাক্কা মারে। একই লাইনে দুটি ট্রেন চলে এল কী ভাবে, তা আমাদের প্রশ্ন।

একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বুলেট ট্রেন চালানোর স্বপ্ন দেখায়, বন্দে ভারত ট্রেন চালায়, রেল যাত্রীদের সুরক্ষার কথা বলে, অথচ বারবার ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। দুর্ঘটনা রোধে বহু ঘোষিত 'কবচ' ব্যবস্থা কেন আজও সমস্ত লাইনে চালু হল না, তার কোনও উত্তর নেই। উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিবর্তে কর্মীসংখ্যা কমিয়ে রেল দপ্তর বিপুল অঙ্কের টাকা লাভ করে চলেছে অথচ যাত্রী সুরক্ষার ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি উদাসীন।

চারের পাতায় দেখুন

দুর্গতদের সাহায্য করতে ঘটনাস্থলে এস ইউ সি আই (সি)-র চিকিৎসক ও কর্মীরা। ১৭ জুন

যে কোনও মূল্যে সরকারকে

মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আজ অস্বাভাবিক স্তরে পৌঁছেছে। গত এক বছরে ডালের দাম ২১.৯৫ শতাংশ, আনাজের দাম ৩২.৪২ শতাংশ, পেঁয়াজের দাম ৫৮.০৫ শতাংশ এবং আলুর দাম ৬৪.০৫ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ প্রতিদিন যা খান, সে সবের দামে যেন আগুন লেগেছে। ভোট মিটতে না মিটতেই এমনকি দুধের দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ বাড়িতে শিশু ও অসুস্থ মানুষ থাকলে দুধ ছাড়া চলে না। এ দিকে সমীক্ষার পর সমীক্ষা দেখাচ্ছে, সাধারণ মানুষের আয় কমেছে। এই অবস্থায় কী করে সংসার চলবে, কী ভাবে পরিবারের সদস্যদের দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে— এ কথা ভেবে মানুষ জেরবার।

গত কয়েকমাস ধরেই মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের চড়া দাম ধাক্কা দিচ্ছে মানুষকে। প্রবল গরম ও বর্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় খাদ্যপণ্যের দাম আরও চড়তে পারে বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বার বার সতর্ক করেছে। কিন্তু সরকারের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি।

কিন্তু কেন এই মূল্যবৃদ্ধি? কেন্দ্রের বিজেপি সরকার খাদ্যপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে শেয়ার বাজারে খাদ্যশস্য সহ সমস্ত খাদ্যপণ্য নিয়ে 'ডেরিভেটিভ ট্রেডিং' বা আগাম দাম নির্ধারণের নামে ফাটকা খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। খাদ্যের ক্ষেত্রে এটাই নাকি বহু প্রতীক্ষিত আর্থিক সংস্কার বলে কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম খুব প্রচার করে। এই ফাটকা কারবার এবং অসাধু

আটের পাতায় দেখুন

কেলেঙ্কারি চাপা দিতে ব্যস্ত কেন বিজেপি সরকার

একের পাতার পর

অথচ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে তৈরি ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র ডিরেক্টর জেনারেল সুবোধ কুমার সিং বলে চলেছেন কোনও রকম দুর্নীতি হয়নি। ফলে ডাক্তার হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসেছিল তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ভালো নম্বর পেয়েও বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীর র‍্যাঙ্ক অনেক নিচে চলে গেছে। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র নেতৃত্বে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন। প্রতিবাদে নেমেছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের মতো চিকিৎসক সংগঠনগুলিও। দাবি উঠছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্তের। আন্দোলনের চাপে বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়। বিভিন্ন রাজ্যে এই দুর্নীতি চক্রের সাথে যুক্ত পরীক্ষা মাফিয়া দলের কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করার পরে এবং কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় যে তথ্য উঠে আসছে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

জানা যাচ্ছে, পরীক্ষার আগের দিন অর্থাৎ ৪ মে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় হোয়াটস অ্যাপ ও টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে আগাম সংগঠিত করা হয় এই জাল চক্রকে। কোথাও কোথাও দুর্নীতির পাণ্ডারা পরীক্ষার্থীদের একটি হোস্টেলে আটকে রেখে প্রশ্নের উত্তরগুলি মুখস্থ করায় এবং কড়া পাহারায় তাদের পরীক্ষার হলে পৌঁছে দেয়, যাতে কোনও ভাবেই বিষয়টি পাঁচকান না হয়। কোথাও আবার গোটা পরীক্ষা হলের কর্তৃপক্ষকেই মোটা টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়া হয়। তারাই দায়িত্ব নিয়ে পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র অর্থাৎ ওএমআর সিট পূরণ করে দেন। খোদ প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য গুজরাটের গোধরায় পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়েও এই অভিযোগ উঠছে। ইতিমধ্যেই তদন্তে উঠে আসছে এইসব পরীক্ষা মাফিয়ারা প্রশ্ন ফাঁস করা বাবদ বিষয় পিছু ১০ থেকে ১৫ লক্ষ করে টাকা নিয়েছে। অর্থাৎ চারটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ করে টাকা প্রতি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে তোলা হয়েছে। উত্তর লিখে দিতে হলে, নেওয়া হয়েছে ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা। এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষের কাছাকাছি। তার খুব সামান্য অংশকেও যদি পরীক্ষা মাফিয়ারা ধরে থাকে তাহলে তো এই দুর্নীতির সাথে কয়েক হাজার কোটি টাকা যুক্ত হয়ে আছে, যা কিছুকাল আগে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে ঘটে যাওয়া ব্যাপম কেলেঙ্কারিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি রাজ্যে স্বল্প সময়ের তদন্তে যা উঠে আসছে তাতেই তো পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির হদিস মিলছে। হরিয়ানার একটি পরীক্ষাকেন্দ্রের ১৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেস নম্বর দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। নিট তো পাশফেলের পরীক্ষা নয়, এই রকম কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় গ্রেস নম্বরের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বিচারক রায় দিয়েছেন ওইসব পরীক্ষার্থীদের আবার পরীক্ষা দিতে হবে। অথবা তাদের গ্রেস নম্বর কেটে নিয়ে আবার মেরিট লিস্ট প্রকাশ করতে হবে। এই রায়কে সাধুবাদ জানিয়েও বলা দরকার, যে পরীক্ষা নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে এত জায়গায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তার কি আদৌ কোনও বৈধতা থাকতে পারে? দুর্নীতিতে কত সংখ্যক পরীক্ষার্থী জড়িত তাও বোঝা যাচ্ছে না। আবার এর ফলে যে সব মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হল, তাদের কী হবে? এ রকম নানা প্রশ্ন দেশের ছাত্র সমাজ তথা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ছাত্রসমাজ হতাশায় ভুগছে।

গোটা দেশ জুড়ে আজ চাকরির সংকট। সরকারি ও আধা সরকারি দপ্তরগুলিতে এক কোটিরও বেশি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। স্কুল-কলেজগুলিতেও অসংখ্য পদ শূন্য। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আজ আর যাওয়ার কোনও জায়গা নাই। প্রায়শই দেখা যায় রাজ্যে রাজ্যে গ্রুপ ডি কিংবা ডোমের পদে চাকরি পাওয়ার জন্য পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা গিয়ে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। বি-টেক, এম-টেক পাশ করেও সামান্য পিওনের চাকরিটুকু পর্যন্ত জুটছে না। এই যখন কর্মসংস্থানের অবস্থা, তখন মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাবেন কোথায়? খোলা ছিল ডাক্তারি লাইন। আগে রাজ্যের ক্ষেত্রে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা এবং বর্তমানে নিটের মতো অভিন্ন এবং অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়ে কিছু মেধাবী ছাত্রছাত্রী ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। যেখানে মেধাই ছিল একমাত্র মাপকাঠি। কিন্তু পূর্বতন কংগ্রেস এবং বর্তমান বিজেপি সরকার সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষত মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাকে যে ভাবে বাণিজ্যে পরিণত করেছে তাতে মেধা পিছনে চলে গিয়ে টাকাই হয়ে উঠেছে আসল বিষয়। ফলে দুর্নীতি চক্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে ডাক্তার বানানোর ব্যবসায়।

পুঁজিবাদের নিয়মেই বিগত কয়েক দশক ধরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি মেডিকেল শিক্ষাতেও কর্পোরেট ব্যাবসায়ীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। লক্ষ্য একটাই— সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। আর তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রের বিজেপি ও পূর্বতন কংগ্রেস সরকার বারংবার জনবিরোধী স্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষানীতি নিয়ে এসেছে। ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুর্নীতি দূর করার নাম করে ২০১৩ সালে অভিন্ন নিট পরীক্ষা চালু করা হয়। সে দিন রাজ্যে রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দুর্নীতির অজুহাত দেখিয়েই এই পরীক্ষার কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয় এনটিএ— যার পরিচালনায় এই পরীক্ষা ব্যবস্থা চলছে। সেদিনই এস ইউ সি আই (সি) এবং এআইডিএসও বলেছিল, এর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে লাগামহীন দুর্নীতির ব্যবস্থা হচ্ছে। মেডিকেল শিক্ষাকে পুরোপুরি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই নিট-এর আড়াল নেওয়া হচ্ছে। এবারের নিট দুর্নীতি এই আশঙ্কার সত্যতাকে দেখিয়ে দিল।

ইতিমধ্যেই সরকার মেডিকেল শিক্ষাকে ব্যাপক ভাবে কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা সুনিশ্চিত করতে ভয়াবহ অবনমন ঘটানো হয়েছে মেডিকেল শিক্ষার মানদণ্ডে, যাতে খুবই নিম্নমানের পরিকাঠামো এবং কম বিনিয়োগেই শিক্ষা ব্যবসায়ীরা বিপুল মুনাফা অর্জন করতে পারে। ভেঙে দেওয়া হয়েছে মেডিকেল শিক্ষার মানদণ্ড দেখভাল করার দায়িত্বে থাকা মেডিকেল কাউন্সিল অর্থাৎ এমসিআই-কে। তৈরি করা হয়েছে সরকার পরিচালিত স্বৈরতান্ত্রিক সংস্থা এনএমসি। যারা বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির পরিকাঠামো এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড না দেখেই মালিকদের টাকার থলির আয়তন বিচার করে কেন্দ্রীয় সরকারি দলের নেতাদের অঙ্গুলিহেলনেই লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছে। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে বিকোচ্ছে এক একটি এমবিবিএস আসন। মেধা নয়, টাকাই এখন শেষ কথা। বিত্তবান লোকেরা কেবলমাত্র টাকার জোরেই সন্তানকে যাতে অপেক্ষাকৃত ভাল পরিকাঠামো যুক্ত মেডিকেল কলেজে পড়ানোর সুযোগ করে দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর সাথে সারা দেশ জুড়েই শুরু হয়েছে ডাক্তারি প্রবেশিকা উৎরে দেওয়ার নামে কোচিং সেন্টারের রমরমা বাজার। কালক্রমে তা কর্পোরেট ব্যাবসায়ে পরিণত হয়েছে। সারা দেশ জুড়েই তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এদের বিজ্ঞাপনী চমকে চোখ ঝলসে গিয়ে, অর্থের অভাব সত্ত্বেও হাজার হাজার মা-বাবা অনেক আশা নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে, এমনকি ঘটি-বাটি বিক্রি করেও সন্তানদের ওই সব কোচিংয়ে পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। এই সব কোচিং সেন্টারের নামও জড়িয়ে যাচ্ছে এ বছরের নিট কেলেঙ্কারির সাথে। পরীক্ষা মাফিয়া, সলভার গ্যাং ইত্যাদি এখন পরিচিত শব্দ।

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণে সরকারের এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কেবল দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরই বঞ্চিত করবে না, এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সমাজ জীবনেও পড়বে। ডাক্তারি শিক্ষায় একদিকে যেমন মেধার প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম। দরকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দরদবোধ এবং উন্নত নীতি-নৈতিকতা। এ ছাড়া সমাজে ভাল ডাক্তার পাওয়া সম্ভব নয়। মেডিকেল শিক্ষার ক্রমবর্ধমান বেসরকারিকরণ ও মানের অবমূল্যায়নের ফলে ইতিমধ্যেই দেশে চিকিৎসকদের মান নিম্নগামী। তার উপরে এই মহান পেশায় ঢোকার মুখেই এত বড় দুর্নীতির সাহায্য নেবে যারা, তারা কোনও দিন ভাল চিকিৎসক হতে পারেন না। ভেবে দেখা দরকার চিকিৎসার মতো জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকা একটি বিষয়কে এ ভাবে হেলায় নষ্ট হতে দেওয়া যায় কি? নিট কেলেঙ্কারির শেষ দেখার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলা আজ অত্যন্ত জরুরি।

নিটে দুর্নীতি ঃ এআইডিএসও-র প্রতিবাদ

নিট পরীক্ষায় যে দুর্নীতি হয়েছে ১৩ জুন সুপ্রিম কোর্ট তাকে মান্যতা দিয়েছে। ১৫৬৩ জন ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া গ্রেস মার্ক বাতিল করেছে এবং এদের পুনরায় ২৩ জুন পরীক্ষায় বসতে বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ ১৪ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, এ বছর নিটের রেজাল্ট প্রকাশের পর থেকেই দেশের ছাত্র সমাজ এবং শিক্ষাবিদেরা এক গভীর দুর্নীতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ১৫৬৩ জন ছাত্রছাত্রীকে গ্রেস মার্ক দেওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে এই পুরো দুর্নীতিকে বোঝা যাবে না। কারণ পাটনা সহ দেশের কয়েকটি জায়গায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আমরা অদ্ভুতভাবে লক্ষ করলাম, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ও কেন্দ্রীয় সরকার কেউই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই অভিযোগগুলোর কোনও রকম তদন্ত করেনি। উপরন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে কোনও তদন্ত ছাড়াই দুর্নীতির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তাকে আমরা ধিক্কার জানাই।

তিনি বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সমস্ত ছাত্রসমাজের প্রতি আমাদের সংহতি জানিয়ে বলতে চাই, ১৫৬৩ জনের গ্রেস মার্ক বাতিল এবং তাদের পুনরায় পরীক্ষায় বসতে বলা— শুধুমাত্র এতেই ছাত্র সমাজ সন্তুষ্ট নয়। কারণ দুর্নীতি শুধুমাত্র এই ১৫৬৩ জনকে গ্রেসমার্ক দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, দুর্নীতির শিকড় আরও গভীরে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ১৫৬৩ জনের পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া কোনও সমাধান নয়।

আমাদের দাবি—যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত অভিযোগের উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে উপযুক্ত তদন্ত না করে কাউন্সেলিং চালিয়ে গেলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে।

দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে কোচবিহারে বিক্ষোভ মিছিল

১০ জুন নিট-ইউজি কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র ডাকে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে বিক্ষোভ মিছিল হয় কোচবিহার শহরে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়কের নেতৃত্বে মিছিল ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে আবার ফিরে আসে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ বসাক, জেলা সম্পাদক কমরেড আসিফ আলম প্রমুখ।

এই রেজাল্ট দুর্নীতির বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় এআইডিএসও। সংগঠনের দাবি, বেসরকারি সংস্থা নয়, সরকারকে সরাসরি ডাক্তারি প্রবেশিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনতিবিলম্বে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করে ভর্তির ব্যবস্থা করার দাবিও জানান তাঁরা।

বামপন্থী গণআন্দোলনের জোয়ার থাকলে বিজেপিকে আরও কোণঠাসা করা সম্ভব হত

সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি বিজেপি। বাধ্য হয়েছে এনডিএ শরিকদের সঙ্গে জোট সরকার গঠন করতে।

নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী বুক ঠুকে ঘোষণা করেছিলেন, অব কি বার ৪০০ পার। অর্থাৎ এনডিএ জোট এ বার ৪০০-র বেশি আসনে জয়ী হবে। বিজেপির জন্য তিনি ৩৭০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিজেপির দখলে এসেছে মাত্র ২৪০টি আসন। প্রধানমন্ত্রীর অতি প্রত্যয়ী ঘোষণা সত্ত্বেও ফল এমন হল কেন?

প্রধানমন্ত্রী যত উঁচু গলাতেই তাঁর সরকারের সাফল্য ঘোষণা করে থাকুন না কেন, গত দশ বছরের বিজেপি শাসনে জনজীবনের সমস্যাগুলি কমা দূরের কথা, বাস্তবে ব্যাপক আকার নিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ছাঁটাই, মজুরি কমে যাওয়া, শ্রম-সময় বেড়ে যাওয়া, শিক্ষা-চিকিৎসার খরচ বহুগুণ বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যাগুলি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের জীবনকে জেরবার করে দিয়েছে। অথচ সরকার এই সমস্যাগুলি সমাধানের পরিবর্তে সেগুলিকে আড়াল করতে দেশ জুড়ে মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে, বর্ণের ভিত্তিতে ভাগ করে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে চেয়েছে। দমন-পীড়ন চালিয়ে মানুষের বিক্ষোভগুলি বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর একের পর বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক বিষ উছলে পড়েছে। সরকার বিরোধিতাকে দেশ বিরোধিতা হিসাবে দেগে দিয়ে প্রতিবাদীদের জেলে ভরা হয়েছে। এই সর্বব্যাপী সংকট থেকে উঠে আসা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভোটে।

লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে সংসদীয় বিরোধী দলগুলি শাসক এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে যে 'ইন্ডিয়া' জোট গড়ে তুলেছিল প্রথম থেকেই তা ছিল যথেষ্ট নড়বড়ে। নেতৃত্ব দখলের জন্য কোন্দল, পারস্পরিক মতপার্থক্য, নির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাবের কারণে এই জোট মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ নিজেদের উদ্যোগেই ব্যাপক ভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। আবার উভয় জোটের নীতিহীনতা, শাসক হিসাবে অপশাসন, নেতাদের চুরি-দুর্নীতি, চরিত্রহীনতা, ঔদ্ধত্য, পুঁজিপতি-তোষণ দেখে একটা বড় সংখ্যক মানুষ এই দলগুলির সব ক'টির উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এর প্রমাণ তাঁদের একটি অংশ ভোট দিতেই যাননি। অপর একটি অংশ ভোট দিতে গেলেও এই দলগুলির কাউকে না দিয়ে নোটাতে ভোট দিয়েছেন। ফলে বিজেপির যে পরাজয় মানুষ চাইছিলেন, তা আসন সংখ্যায় পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি।

যথার্থ বিকল্প হতে পারত বামপন্থী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

সাধারণ মানুষ চাইছিল তাদের জীবনের সমস্যাগুলি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবে এমন কোনও সংগ্রামী দল বা জোট, যাকে তারা নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারে। একমাত্র বামপন্থী দলগুলিই ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা সঠিক রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে তুলতে পারত। একমাত্র এই পথেই শাসক পুঁজিপতি শ্রেণিরই পরস্পর বিকল্প দুটি জোট এনডিএ এবং ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা জনগণের একটি সংগ্রামী বিকল্প জোট দেশের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সামনে উপস্থিত করা সম্ভব হত। জনগণের মধ্যে বিজেপি বিরোধী ক্ষোভ থেকে মনোভাবটা এমন ছিল যে, হারাতে পারি বা না পারি, বিজেপিকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। বাস্তবে সেটাই ঘটল, বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল। কিন্তু এটাই যদি একটা গণআন্দোলনের ভিত্তিতে হত, তবে বিজেপিকে আরও বেশি দুর্বল করা যেত।

এসইউসিআই-কমিউনিস্ট মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই চেয়েছিল— বিজেপির মতোই পুঁজিপতি শ্রেণির আর একটি বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসকে নিয়ে নয়, বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে নির্বাচনে লড়ুক। প্রস্তাব ছিল, শুধু নির্বাচনী জোট নয়, শ্রমিক-কৃষক সহ শোষিত মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলুক বামপন্থী দলগুলি এবং তার ধারাবাহিকতাতেই নির্বাচন এলে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের ভিত্তিতে সেই জোট নির্বাচনী লড়াইয়ে নামুক। এর মধ্য দিয়ে যেমন বিজেপিকে আরও ব্যাপক ভাবে পরাস্ত করা সম্ভব হত তেমনই বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেও পরাস্ত করা সম্ভব হত। একই সঙ্গে তা শাসক শ্রেণির ব্যাপক আক্রমণের সামনে শোষিত মানুষকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বল এবং সাহস জোগাত।

বামপন্থা তো একটা আদর্শ, যার মূল কথা মেহনতি সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলা। যারা বিপ্লবী বামপন্থী, তারা এই সংগ্রামগুলিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনে উত্তরণ ঘটাতে চায়। আর যারা সংস্কারবাদী বামপন্থী, তারা মানুষের শোষণবিরোধী, সরকার বিরোধী মনকে সংসদীয় ভোট-রাজনীতির মধ্যেই আটকে রাখতে চায়।

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সিপিএম নেতৃত্ব আন্দোলনের রাস্তায় যায়নি

বামপন্থীদের সামনে গণআন্দোলন গড়ে তোলার মতো বিষয়ের কিন্তু অভাব ছিল না। কৃষকস্বার্থ বিরোধী তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার ও ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) আইনসম্মত করার দাবিতে কৃষক আন্দোলন গোটা উত্তর ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়াই কৃষকরা নিজেরাই আন্দোলনকে অনেক দূর নিয়ে যান। প্রায় এক বছর ধরে চলে সেই আন্দোলন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বাধ্য করেছে কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে। কিন্তু এই আন্দোলনটাকে যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া যেত, এবং তার মধ্যে বামপন্থীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যেত, তা হল না। গণআন্দোলনের কত বড় সম্ভাবনা নষ্ট হল। এসইউসিআই-কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয় ভাবে থেকে সাধ্যমতো এ কাজ করার চেষ্টা করেছে। বামপন্থী হিসাবে যাদের শক্তি অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি ছিল, সেই সিপিএম এ কাজে যথাযথ ভূমিকা পালন করল না। বরং তাদের দলের সাধারণ সম্পাদক আন্দোলন তীব্র করার পরিবর্তে কর্পোরেটের সঙ্গে বসে আপসে মিটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সেনাবিভাগে চার বছরের 'অগ্নিবীর' নিয়োগ নিয়েও আগুন জ্বলল। যুব সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। এই আন্দোলনকেও বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, অন্তত যেখানে বামপন্থী দলগুলির শক্তি বেশি সেগুলিতে সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়া, সেটাও ঘটল না। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, ফসলের দাম না পাওয়া, শ্রমকোড— এগুলি জনজীবনকে কী ভাবে ব্যাহত করছে সেগুলো ধরে ধরে জনগণকে দেখানো, মানুষকে এর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো, এর যতটা সুযোগ এসেছিল, দেশে যারা বৃহৎ বামপন্থী বলে পরিচিত তারা এটা করল না তাদের সংস্কারবাদী মানসিকতার জন্য। এই অবস্থায় ভোট এসে গেল। সংস্কারবাদী বামপন্থীরা তার সুযোগ নিয়ে কিছু সিট পেতে কংগ্রেসের হাত ধরল। বামপন্থার নাম নিয়ে যা আসলে সুবিধাবাদী রাজনীতিরই চর্চা।

পুঁজিপতি শ্রেণির আর এক বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসকে নিয়ে বিজেপির রাজনীতির বিরোধিতা করা যায় না

পুঁজিপতি শ্রেণির অত্যন্ত বিশ্বস্ত দল হিসাবে কংগ্রেস দীর্ঘদিন দেশের শাসন ক্ষমতায় থেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে গেছে, তাদের অবাধ লুঠের সমস্ত সুযোগ করে দিয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের উপর মারাত্মক আক্রমণ হেনেছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে উদারিকরণ নীতি তা কংগ্রেসের নেতৃত্বেই চালু হয়েছিল। দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির পুঁজিকে আরও সংহত করাই ছিল এই নীতির উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের দীর্ঘ অপশাসনে মানুষের ক্ষোভ যখন ফেটে পড়ছিল তখনই দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের আর এক বিশ্বস্ত দল বিজেপিকে ব্যাপক প্রচার দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। সেই কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও বামপন্থী দলের ভোটের জোট গড়ে তুলে কি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা যায়? কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর মুখে আদানি-আম্বানিদের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা যে পুঁজিবাদী শোষণ-লুণ্ঠনের বিরোধিতা নয়, একচেটিয়া পুঁজির একটি বিশেষ অংশেরই শুধু বিরোধিতা, তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি? দেশের মানুষ এক সময়ে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মুখে 'গরিবি হঠাও' স্লোগান শুনেছিলেন। অভিজ্ঞতা দিয়ে সাধারণ মানুষ বুঝেছিলেন, তা ছিল শুধুই স্লোগান মাত্র। রাহুল গান্ধীর এই স্লোগানও তেমনই নিছক স্লোগানমাত্র। নির্বাচনী প্রচারেও রাহুল গান্ধী কিংবা এই জোটের অন্য নেতারা কেউ কোথাও বলেননি, তাঁরা ক্ষমতায় এলে বিজেপির জনস্বার্থবিরোধী নীতিগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন। বলেননি, বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ যা আসলে দেশের মানুষের সম্পত্তি, বিজেপি শাসনে যা দেশের একচেটিয়া পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সেগুলি তারা আবার ফিরিয়ে আনবেন। তবুও সিপিএমের মতো দলগুলি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে তুলল, যা রাহুল গান্ধীর মতো কংগ্রেস নেতাকেই আবার সামনে নিয়ে চলে এল। দেশজুড়ে কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেই যে এক সময় বামপন্থার উত্থান ঘটেছিল, সিপিএম সহ ভোটসর্বস্ব বাম দলগুলির নেতারা এই সত্যও ভুলে গেলেন।

বিজেপি ও ইন্ডিয়া জোট উভয়েরই রাজনীতি বুর্জোয়া রাজনীতি। এরা একে অপরের বুর্জোয়া বিকল্প। এই দুই জোটের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে সর্বহারা রাজনীতি, সর্বহারা বিকল্প, শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের বিকল্প। তাই আজ সর্বহারা বিকল্প চাই। তার জন্য প্রথম চাই সংগ্রামী গণআন্দোলন, শ্রেণি সংগ্রাম। এর জন্যই এসইউসিআই-কমিউনিস্ট বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ জোট গড়ে তুলতে চেয়েছে। চেয়েছে সিপিএম-সিপিআই-এর মতো বাম দলগুলি আন্দোলনে আসুক। নিছক কিছু সিট পাওয়ার লোভে এর সাথে তার সাথে ঐক্য নয়, ঐক্য চাই গণআন্দোলনের স্বার্থে, শ্রেণিসংগ্রামের স্বার্থে।

সিপিএমের সংস্কারপন্থী মানসিকতা অতীতেও বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষতি করেছে

বামপন্থা তো একটা আদর্শ যার মূল কথা মেহনতি সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলা। যারা বিপ্লবী বামপন্থী, তারা এই সংগ্রামগুলিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনে উত্তরণ ঘটাতে চায়। আর যারা সংস্কারবাদী বামপন্থী, তারা মানুষের শোষণবিরোধী, সরকার বিরোধী মনকে সংসদীয় ভোটরাজনীতির মধ্যেই আটকে রাখতে চায়।

স্বাভাবিক ভাবেই বামপন্থার বিপ্লবী লক্ষ্য পূরণ হল না বামপন্থীদের একটা অংশের সংস্কারবাদী এবং ভোটসর্বস্ব মনোভাবের জন্য। সিপিএম নেতৃত্ব সংগ্রামী আন্দোলন যথার্থই চাইলে এসইউসিআই-কমিউনিস্টের প্রচেষ্টায় ২০১৪ সালে ৬টি বামপন্থী দলের যে জোট গড়ে উঠেছিল তা হঠাৎই, এমনকি এসইউসিআই-কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে না জানিয়েই ভেঙে দিলেন কী করে।

এই আন্দোলন বিমুখ মানসিকতার জন্যই তারা এই একই আচরণ করেছিল ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি জে পি আন্দোলনের সময়ে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

হুগলির কামারকুণ্ডু স্টেশনে এক হকারের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৩ জুন দলের সিঙ্গুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে স্টেশনে বিক্ষোভ ও জিআরপি থানায় স্মারকলিপি দিয়ে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়

সরকারি গাফিলতির কারণেই বারবার রেল দুর্ঘটনা

একের পাতার পর

দুর্ঘটনার পর সরকার ও রেল দফতর দুঃখপ্রকাশ করে বিবৃতি দিয়ে ও কিছু টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করে দায়িত্ব শেষ করেন। কিন্তু দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকে এবং শেষ হয় না মৃত্যুমিছিল। রেলমন্ত্রী এই দুর্ঘটনার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। আমরা এই নির্লজ্জ সরকারি উদাসীনতার তীব্র নিন্দা করছি। যাদের গাফিলতির জন্য আজকের দুর্ঘটনা ঘটল তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি। এমন দুর্ঘটনা যাতে আর না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধ লাগিয়ে আমাদের দলের কর্মী ও ডাক্তাররা দ্রুত উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছেন।

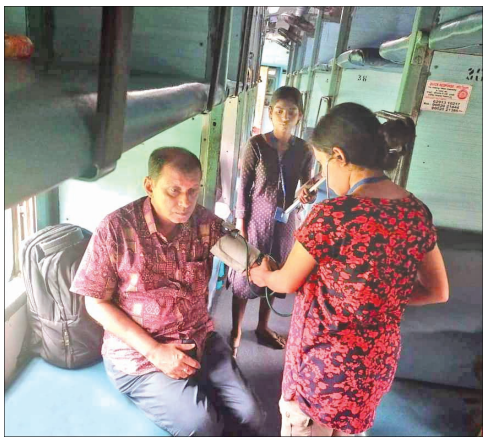

আহতদের চিকিৎসা করছেন দলের চিকিৎসকরা। ১৭ জুন

স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নিতে চায় স্বৈরাচারী বিজেপি সরকার ঃ সিপিডিআরএস

লেখক ও সমাজকর্মী অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা করার অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গে সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে ১৫ জুন এক বিবৃতিতে বলা হয়,

১৪ বছর আগে এক সেমিনারে তাঁর বক্তব্য ছিল প্ররোচনামূলক, এই অভিযোগে লেখিকা অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা করার অনুমতি দিলেন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল। কাশ্মীর সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক শেখ শওকত হোসেনের বিচারের ক্ষেত্রেও একই অনুমতি দিয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র আলোচনায় স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য দাঙ্গা দমনের আইন প্রয়োগ, প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছু নয়। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস, দিল্লির উপ-রাজ্যপালের এই নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাকস্বাধীনতা ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। সম্প্রতি কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের বিরোধিতার কারণে এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করেছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার যুক্তিতেই। এমনকি, সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি সরকারের অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে জনমতের প্রতিফলন স্পষ্ট। যদিও বর্তমান সরকার সেই জনমতকে ন্যূনতম মর্যাদা না দিয়ে পূর্বের ধারাবাহিকতাতেই যে কোনও বিরোধী মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে সিপিডিআরএস সমস্ত স্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

বাঁকুড়ায় শহিদ বিরসা মুন্ডা স্মরণ

৯ জুন যথাযোগ্য মর্যাদায় বাঁকুড়ার মাচানতলায় ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ উলগুলানের অবিসংবাদী নেতা বিরসা মুন্ডার ১২৫তম শহিদ দিবস পালন করল অল ইন্ডিয়া জনঅধিকার সুরক্ষা কমিটি। মাচানতলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শহিদ বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

বাঁকুড়ার আদিবাসী কলোনি শ্রীপল্লিতে কমিটির জেলা সহ সভাপতি হরিপদ সরেনের উদ্যোগে শহিদ দিবস পালিত হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ছাত্র যুব মহিলারা। শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন জেলা নেতা স্বপন নাগ। ঝাঁটিপাহাড়ির তালা মোড়ে শহিদ দিবস পালিত হয় জেলা কমিটির সহ সম্পাদক কৃপাসিন্ধু কর্মকার ও জেলা কমিটির সদস্য শিক্ষক সহদেব মুর্মুর পরিচালনায়।

কমলপুর জগদল্লায় শহিদ স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন সতীশ মুখে। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য শিক্ষক অবিনাশ হাঁসদা। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও যুবদের নিয়ে বামনীতে বিরসা মুন্ডার শহিদ দিবস পালন করেন জেলা সম্পাদক আকাল সর্দার।

একই শিক্ষাবর্ষে দু'বার ভর্তি
ইউজিসি-র প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়

সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর বলেন, ১৬ জুন একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান জগদেশ কুমার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একই শিক্ষাবর্ষে দু-বার ভর্তির সুযোগ দিলে পড়ুয়াদের সুবিধা হবে বলে যে যুক্তি দিয়েছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়। বোর্ডের ফলপ্রকাশে বিলম্বের ফলে ছাত্ররা ভর্তি হতে পারেন না, তাই দু-বার ভর্তির সুযোগ দেওয়া উচিত— চেয়ারম্যানের এই যুক্তির কোনও সারবত্তা নেই। নতুন এই নিয়ম চালু হলে উচ্চশিক্ষায় যতটুকু শৃঙ্খলা আছে তা বিপর্যস্ত হবে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা, শিক্ষক স্বল্পতা ও চরম আর্থিক অস্বচ্ছলতায় ভুগছে, তখন একই শিক্ষাবর্ষে দুটি ব্যাচের পড়ুয়াদের পাঠদান কার্যত অসম্ভব। যখন বাস্তবে চাকরির বাজার আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বার ভর্তির সুযোগ থাকলে শিল্প-কারখানাগুলি বছরে দু-বার চাকরি দিতে এগিয়ে আসবে— এ যুক্তিও হাস্যকর। এর পিছনে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের রাস্তা প্রশস্ত করার ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে আমরা মনে করি। আমরা অবিলম্বে এই নিয়ম প্রত্যাহার করার দাবি করছি।

পাথরপ্রতিমাতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

১৬ জুন গ্রামবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লটের গোবর্ধনপুরে ভাঙা উপকূলীয় বাঁধ দেখতে যান সদ্যসমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী বিশ্বনাথ সরদার। ওই দিন জি-প্লট ইন্দ্রপুর বাজারে, ১৭ জুন পাথরপ্রতিমা বাজারে এবং ২০ জুন নামখানা বাজারে যান তিনি।

নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি প্রতিটি জায়গায় এলাকার সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে গ্রামবাসীদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী তিনি জি প্লট ও পাথরপ্রতিমা বাজারে গিয়ে সুউচ্চ ও স্থায়ী কংক্রিটের মজবুত নদীবাঁধ গড়ে তোলার দাবিতে জনমত সংগঠিত করে সরকারি মহলে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগেই নদীমাতৃক এই এলাকার দুর্বল নদীবাঁধ ভেঙে যে কোনও সময় ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি এইসব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে জয়নগর থেকে রায়দিঘি হয়ে রামগঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন লাইনের সম্প্রসারণ করার দাবিতে সোচ্চার হন তিনি। ট্রেন লাইন সম্প্রসারিত হলে নদীকেন্দ্রিক এই এলাকার মাছ বৃহত্তর বাজারে সরবরাহের সুযোগ পাওয়া যাবে এবং এলাকার মৎস্যজীবীরা উপযুক্ত দাম পেতে সক্ষম হবেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে আসামের দরং-এ গ্রাহক বিক্ষোভ

আসামের বিজেপি সরকার নানা অজুহাতে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করে চলেছে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পালনে সরকার চরম ব্যর্থ। অন্য দিকে জনসাধারণের তীব্র আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে সরকার কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রিপেড স্মার্ট মিটার সংযোগ করে চলেছে। চলছে বিদ্যুৎ শিল্প বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা।

এর বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র গ্রাহক আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের অবিভক্ত দরং জেলা আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে ১৪ জুন টংলায় স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরে গণবিক্ষোভ হয়।

ইন্দোরে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন

লোকসভা ভোট মিটতে না মিটতেই মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার ইন্দোরের বস্তিবাসীদের উচ্ছেদে নেমে পড়েছে। শহরের

আর ই-২ এলাকায় ৬৫০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করে সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে ইন্দোরের বিজেপি পরিচালিত কর্পোরেশন। এর বিরুদ্ধে বস্তিবাসীরা আদালতে মামলা করেছেন। কিন্তু কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে ১৫ জুন বিশাল পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নিয়ে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করতে শুরু করে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ। কোনও আগাম নোটিস দেওয়া, বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের আলোচনা করা, তাঁদের জিনিসপত্র ও শিশু-বৃদ্ধদের সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি কোনও নিয়মই পুরসভা মানেনি।

এই উচ্ছেদের খবর পেয়েই এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বস্তিবাসীদের পাশে ছুটে যান। 'ঘর বাঁচাও রোজগার বাঁচাও' আন্দোলনের কোঅর্ডিনেটর প্রমোদ নামদেবের নেতৃত্বে জেলাশাসক অফিসে বিক্ষোভ দেখান বস্তিবাসীরা। তাঁরা বলেন, শহরের সৌন্দর্যায়ন এবং চওড়া রাস্তার নামে আসলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের সুবিধা করার জন্য হাজার হাজার গরিব মানুষকে শহরের বাইরে নিক্ষেপ করছে বিজেপি সরকার। দলের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানানো হয়, অবিলম্বে উচ্ছেদ বন্ধ করে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনগণের মতামত নিয়ে শহরের উন্নয়নের কাজ করতে হবে।

কোলাঘাটে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের বান্দারপাড়ায় প্রায় ৫০-৬০ বছর ধরে ২০-২৫টি পরিবার বেআইনিভাবে বাজি বানিয়ে ব্যবসা করছে। এর ফলে কয়েক বছর অন্তর ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে।

অনেক মানুষ মারাও গিয়েছেন। ৯ জুন রাতে ওই পাড়ায় আবারও এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাতে পাশের বাড়ির এক মহিলা গুরুতর জখম হন। তাঁকে প্রথমে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি এবং পরে তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে ১০ জুন পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে ঘনবসতিপূর্ণ ওই পাড়ায় বেআইনি বাজি তৈরি ও বিক্রি বন্ধে অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

স্যামসাংয়ে ধর্মঘট : বৃহৎ অর্থনীতির দেশেও শোষণের শিকার শ্রমিকরা

বৃহৎ অর্থনীতির দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। বিশ্বে ইলেকট্রনিক্সের জগতে শীর্ষে থাকা কোম্পানি স্যামসাং-এর বিশেষ অবদান রয়েছে সে দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, এমনটাই দাবি করে থাকেন অনেকে। ভারতেও ইলেকট্রনিক্স জগতে প্রায় এক নম্বর স্থানে রয়েছে স্যামসাং।

সেই কোম্পানির শ্রমিকরা আজ ধর্মঘটের পথে। ৭ জুন সিওলে স্যামসাংয়ের সদর দপ্তরের সামনে কর্মীরা প্রতিবাদস্বরূপ কালো গেঞ্জি পরে বিক্ষোভ দেখান (ছবি)। 'শ্রমিক শোষণ মানব না' ব্যানার নিয়ে উপযুক্ত বেতন ও কাজের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে ধর্মঘট পালন করেন তাঁরা। বোনাস কেটে নেওয়ারও প্রতিবাদ করেন (নিউ ইয়র্ক টাইমস-৭ জুন, ২০২৪)।

ইলেক্ট্রনিক্স নানা জিনিসের মেমরি চিপ,

সেমিকন্ডাকটর সিস্টেম ইত্যাদিতে স্যামসাং দীর্ঘদিন রয়েছে শীর্ষে। বর্তমানে এই কোম্পানির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির মধ্যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর জন্য আধুনিক মেমরি চিপের উৎপাদন বাড়ানোকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা চলছে। দক্ষিণ কোরিয়ার আর একটি সংস্থা এস কে হাইনিক্স আধুনিক প্রজন্মের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উচ্চপ্রযুক্তির মেমরি চিপ তৈরিতে স্যামসাং-এর সাথে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার বহু ক্ষেত্রে চালু হওয়ায় স্যামসাং বাজার ধরতে উচ্চমানের মেমারি চিপের উৎপাদন বাড়াতে তৎপর হয়েছে। তাতে কর্মীদের উপর চাপানো হয়েছে কাজের বোঝা। ইলেকট্রনিক্স দুনিয়ার একচ্ছত্র দখলদারি রাখতে স্যামসাং কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন থেকে কর্মীদের বোনাস বন্ধ করে দিয়েছে। কর্মীদের বঞ্চিত করেই মুনাফা বাড়াচ্ছে কোম্পানি। এ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে শুধু চিপ উৎপাদনেই ১.৪ বিলিয়ন ডলার মুনাফা করেছে তারা। তা সত্ত্বেও এক দশকের বেশি সময়ের মধ্যে গত বছরে কোম্পানি সবচেয়ে কম লাভ করেছে এই অজুহাতে কর্মীদের বেতন ছাঁটাই করছে। যদিও কোম্পানির আয় ও মার্কেট শেয়ারের তথ্য বলছে, এখনও স্যামসাং বিশ্বের সর্ববৃহৎ মেমরি চিপ প্রস্তুতকারক সংস্থা। জানিয়েছে রিসার্চ সংস্থা 'ট্রেন্ডফোর্স'।

সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনও কোম্পানির লাভ বা ক্ষতির উপর কর্মচারীদের বেতন, বোনাস বা কাজের নিরাপত্তা নির্ভর করে না। কোম্পানির ক্ষতি হলে তো বটেই, লাভ হলেও আরও লাভের উদ্দেশ্যে শ্রমিকের উপর আক্রমণের খড়্গ নামিয়ে আনে মালিক, নির্বিচারে ছাঁটাই করতেও দ্বিধা করে না।

ভারতেও বিভিন্ন কলে-কারখানায় কিংবা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায়— বেশি উৎপাদন হলেও কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হয়, চাষি ফসলের দাম পায় না, খেতমজুরের কাজ চলে যায়। কম উৎপাদন হলে তো কথাই নেই, এক ধাক্কায় শ্রমিক-কৃষকের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংকট যত তীব্র হয়, তত বাজার সংকুচিত হয়। এই ব্যবস্থায় মালিক শ্রেণি শ্রমিকের শ্রমকে নিংড়ে নিয়ে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে আকাশচুম্বী মুনাফা করে। বাজার সংকটের কারণে শোষণ-বঞ্চনা যত বাড়ে, কৃষিজীবী মানুষ ও মজুরের ক্রয়ক্ষমতা কমে। কলে-কারখানায় হোক, কিংবা খেত-খামারে উৎপাদিত দ্রব্য প্রয়োজন থাকলেও সাধারণ মানুষ কিনতে পারে না। ফলে উৎপাদিত দ্রব্য গুদামজাত হয়। বাজার নেই এই অজুহাতে মজুর ছাঁটাই করে মালিকরা। সে ঘটনাই ঘটে চলেছে বিশ্বজুড়ে দেশে দেশে।

শুধু স্যামসাং-এর কর্মীরাই নয়, গত বছরের শেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেন্টের শ্রমিক বিরোধী শ্রম-নীতির বিরুদ্ধে হাজার হাজার নির্মাণ শ্রমিক বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। স্যামসাং কর্মীরাও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন— কর্তৃপক্ষ দাবি না মানলে এবং সরকার তাদের সমস্যাগুলির সমাধানে এগিয়ে না এলে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণির অংশ হিসাবে সেখানকার শ্রমিকদের বুঝতে হবে, বেতন বা বোনাসের আশু দাবি নিয়ে শুধু নয়, জীবনের সামগ্রিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে বর্তমানের এই ঘুণধরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা— যা সাধারণ মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা, তাকে উচ্ছেদ করতে হবে। সেই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে শ্রমিকদেরই। না হলে সাময়িক কিছু দাবি আদায় হলেও শ্রমিক-জীবনের সংকট-মুক্তি অধরাই থেকে যাবে।

ভোট তো হল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে নিয়োগ হবে কবে

এই লেখাটা পড়ার সময় মনে করুন, আপনার ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তিন বছর বসে আছে চাকরির আশায়। ধরুন আপনার মেয়েটি মাস্টার্স করে বসে আছে পাঁচ বছর। ধরুন আপনি শিক্ষাঋণ নিয়ে খ্যাতনামা বেসরকারি কলেজে সন্তানদের পড়িয়েছেন। এদিকে চাকরির কোনও পরীক্ষাই হচ্ছে না, নিয়োগ কার্যত বন্ধ দীর্ঘদিন। ভাবছেন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভাবছেন কী দিয়ে ঋণ শোধ করবেন? বেড়ে চলা সুদই বা দেবেন কী করে? এসব চিন্তায় আপনার ঘুম আসে না।

এই পরিস্থিতিতে যদি একটা নির্বাচন আসে, ভোট দেওয়ার আগে কী ভাববেন আপনি? আপনার ছেলের চাকরির প্রশ্নটি কি প্রধান গুরুত্ব দিয়ে ভাববেন না? অবশ্যই মানুষ এভাবেই ভাববে। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বেকারত্বের প্রশ্নটি এভাবেই সাধারণ মানুষের সামনে অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয় হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নটিও মানুষকে ভাবিয়েছে। যার ফলে সাম্প্রদায়িক ইসু তুলেও বিজেপি মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। ফলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে বিজেপি।

এই পরিস্থিতিতে ১৪ দলের জোড়াতালির সরকার গঠিত হয়েছে। কেউ কেউ বলছে টিকবে না। পাঁচ বছরের আগে আরেকটা নির্বাচন হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যাই ঘটুক, অর্থাৎ সরকার স্থায়ী হোক বা মাঝপথে ভেঙে যাক, সে সব তো শুধু সংশ্লিষ্ট দলগুলির স্বার্থের খেলা। সরকারের স্থায়ীত্বের সাথে মানুষের জীবনের স্থায়ীত্বের সম্পর্ক নেই। জনগণকে যে বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে তা হল সরকার পরিচালনার নীতি কী হবে? তা কি জনস্বার্থে পরিচালিত হবে, না তার বিরুদ্ধে, জনগণের কাছে এটাই প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত।

যে বেকারত্ব নির্বাচনী লড়াইয়ে একটা মারাত্মক ইস্যু হিসেবে কাজ করল, তার সমাধান নিয়ে মোদি সরকারের ভাবনা কী? এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে শূন্যপদের সংখ্যা ৩০ লাখ। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদ ৩ লাখ ৫৮ হাজার। এগুলিতে নিয়োগের কোনও সরকারি ঘোষণা লক্ষ করা যাচ্ছে না। অন্য দিকে শিল্পায়ন হচ্ছে না। শিল্প কোথায় হবে, কী শিল্প হবে কেউ জানে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয় থেকে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ২০২০-২১, ২১-২২ ,২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের সাধারণ মানুষের সঞ্চয় কমেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টেও বাজারের চাহিদা কমে যাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, দেশে বেকারি বেড়ে চলার কারণে আয় কমে গিয়ে পরিবারের সঞ্চয় বিপুল হারে কমেছে। একই সঙ্গে পরিবার পিছু ঋণের বোঝাও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে কী করে? সাধারণ মানুষের সঞ্চয় কমে গেলে, শিল্পপণ্যের বাজার সৃষ্টি হবে কী করে? আর এই বাজারই যদি না থাকে তাহলে শিল্পায়ন হবে না।

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বলছে, ২০২০-২২ সালের মধ্যে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মোদি সরকার প্রকৃত মজুরির হার প্রতি বছরে এক শতাংশ করে কমিয়েছে। আবার মোদি সরকারের ১০ বছরে সব জিনিসের দাম কমপক্ষে প্রায় পাঁচ শতাংশ বেড়েছে। ফলে সব মিলিয়ে সিংহভাগ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেমে গেছে। এই অবস্থায় আন্তরিকতার সাথে চাইলেও কি শিল্প হতে পারে? বাস্তবে শিল্পের নামে ভোটের মুখে শুধু প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়, শিল্পায়নের প্রস্তাব থেকে যায় ফাইলবন্দি হয়ে।

বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট প্রায় প্রতি বছরই তৃণমূল সরকার করে থাকে। গত বছরেও করেছে। তাতে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। গত ১৩ জুন বৃহস্পতিবার নবান্নে শিল্পপতিদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তাদের পাশে থাকার বার্তাও নতুন করে শুনিয়েছেন, আবার বিজনেস সামিট করবেন বলেছেন। কিন্তু যে প্রশ্ন এতদিন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) তুলত, সে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক মহলেও। প্রশাসনের একাংশের আধিকারিকদের প্রশ্ন, এতদিন ধরে যে সামিটগুলি হয়েছে, তাতে কী বিনিয়োগ এসেছে এবং বাস্তবায়িত হয়েছে? আসলে বিজনেস সামিটগুলি বাস্তবে একটা শিল্পায়নের লোভনীয় ললিপপ, আশার ছলনায় মানুষকে আটকে রাখার নতুন প্রকরণ।

ফলে শিল্পায়ন হবে, ঘরে ঘরে চাকরি হবে, উন্নয়নের জোয়ার বইবে, আজ একচেটে পুঁজিবাদের স্তরে এসব অলীক ভাবনা। তা হলে হাতের কাছে চাকরির জন্য রইল কী? সরকারি শূন্য পদ পূরণ। সেটা তো কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার চাইলে করতে পারে। করছে না কেন? মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতায় ভাটা পড়ায় এ বাবদেও খরচ কমানো হচ্ছে।

কেন্দ্রের বিজেপি, রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে এ বিষয়ে তৎপর করতে হলে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া পথ নেই। শিক্ষকপদ সহ সমস্ত শূন্যপদ পূরণের দাবিতে প্রতি বছর নিয়োগ পরীক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মী ও কর্মসংকোচন নীতি সরকারকে বাতিল করতে হবে। এই সব দাবি নিয়ে আন্দোলনের উপর নির্ভর করছে শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি সরকার জারি করবে কি না।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুর দাবি

একের পাতার পর

সাহায্য করে। জ্বালানির অস্বাভাবিক বাড়তি মূল্যও পরিবহণ খরচ বাড়িয়ে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধিতে ইন্ধন দিচ্ছে।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এবং সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকা দামে খাদ্য পণ্যের বন্টন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সার্বিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা স্টেট ট্রেডিং। এ জন্য কেবলমাত্র পাইকারি নয়, খাদ্য পণ্যের খুচরো ব্যবসাও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে হবে। সরকারকেই লাভজনক দাম দিয়ে কৃষক ও উৎপাদকদের থেকে সরাসরি খাদ্য পণ্য কিনে নিতে হবে এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে এমন দামে তা বিক্রি করতে হবে, যাতে তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই থাকে। ১৯৫০ থেকে আমাদের দল এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের এই দাবি তুলে আসছে। জনসাধারণের কাছে আবেদন মেহনতি মানুষের ঐক্য গড়ে তুলুন এবং এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি রুখতে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবি আদায়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলুন।

বিজেপিকে কোণঠাসা করা সম্ভব হত

তিনের পাতার পর

বিহার গুজরাট সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসের দুর্নীতি, বেকারত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ ব্যাপক ভাবে ফেটে পড়েছিল। যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লোহিয়াপন্থী জয়প্রকাশ নারায়ণ। সঙ্গে ছিল জনসংঘ, স্বতন্ত্রের মতো পার্টিগুলি।

সেই সময়ে এসইউসিআই-কমিউনিস্টের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, যেহেতু বিরাট অংশের সাধারণ মানুষ, যুব সমাজ এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গেছে এবং দাবিগুলি সাধারণ মানুষের জীবনের সংকট থেকে উঠে আসা, বামপন্থীদের উচিত দ্রুত এই আন্দোলনের মধ্যে যুক্ত হওয়া। সেদিনও সিপিএম সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বলেছিল, ওর মধ্যে জনসংঘের মতো সাম্প্রদায়িক দল রয়েছে। কমরেড ঘোষ বলেছিলেন, সেই জন্যই তো বামপন্থীদের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে দ্রুত নেতৃত্বকারী জায়গায় পৌঁছনো দরকার। না হলে এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জনগণের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করবে। সিপিএম ও সহযোগী বামদলগুলি এই আন্দোলনের যোগ না দিলেও এসইউসিআই-কমিউনিস্ট সর্বশক্তি নিয়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বৃহৎ বামপন্থীদের অনুপস্থিতির সুযোগে জনসংঘ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার শক্তি বাড়িয়ে নেয় এবং জরুরি অবস্থার পরে প্রথমে জনতা দল পরে ভারতীয় জনতা পার্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সিপিএম-সিপিআই সেদিন এই আন্দোলনে যোগ দিলে আজ বিজেপি এত সহজে বেড়ে উঠতে পারত না। এই ইতিহাস থেকে সিপিএম যে কোনও শিক্ষা নেয়নি, তা তাদের ভূমিকায় স্পষ্ট।

বিপ্লবী গণআন্দোলনই মুক্তির একমাত্র রাস্তা

এখন জনগণের সামনে করণীয় কী? ভোট মিটতে না মিটতেই জনগণের উপর নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে বাড়ছে, দুধের দাম বাড়ানো হল, বিদ্যুতের দাম বাড়তে চলেছে, স্মার্ট মিটার বসিয়ে গ্রাহকদের লুঠ করার পরিকল্পনা প্রস্তুত। শ্রমকোড, দণ্ডসংহিতা আইন চালু করতে চলেছে মোদি সরকার। শাসক শ্রেণির এই পরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিহত করতে শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ অত্যন্ত জরুরি। এবং সেই আন্দোলনগুলি পরিচালনার সময় মানুষকে ধরাতে হবে যে এই সব কিছুই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে তাদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে সরকার করে চলেছে এবং এই সরকারটা জনগণের নয়, পুঁজিপতিদের সরকার। এই সরকারগুলোর থেকে দাবি আদায় করতে হলে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না, লড়াই করে আদায় করতে হবে। বামপন্থী আন্দোলনের তো এইটাই স্লোগান— বাঁচতে হলে লড়তে হবে। সেই লড়াইয়ের কথাটাই আজ ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে, বাঁচতে গেলে আজ শাসক দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। সব শাসক দলই আজ অনুদান দিয়ে দিয়ে মানুষকে শাসক দলগুলির মুখাপেক্ষী করে তুলছে। যে বিজেপি সরকার কৃষকদের জন্য ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবি মানেনি, সেই বিজেপিই সরকারে বসে কৃষকদের অনুদান ঘোষণা করছে। লড়াই করে দাবি আদায়ের বিষয়টাকেই ভুলিয়ে দিচ্ছে শাসক দলগুলি। সিপিএমের মতো দলগুলিও এই রাজনীতিরই চর্চা করে চলেছে।

এই অবস্থায় মানুষের সামনে আবার যুক্ত বামপন্থী গণআন্দোলনের রাস্তাকেই তুলে ধরতে হবে। সংস্কারবাদী বামপন্থী নেতৃত্ব যদি সেই আহ্বানে সাড়া না দেন তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন। কারণ সমস্যা জনগণকে ছেড়ে কথা বলবে না। সমস্যা তাদের জীবনকে গ্রাস করবে এবং তারা তা থেকে মুক্তি চাইবে। আর সেই মুক্তির রাস্তাটা বিপ্লবী গণআন্দোলন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মহিলাদের উপর বেড়ে চলা অপরাধ, নার্সিং কলেজ কেলেঙ্কারি, নিট-ইউজি রেজাল্ট কেলেঙ্কারি ও ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যার প্রতিবাদে ১২ জুন মধ্যপ্রদেশের গুনায় ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলির বিক্ষোভ।

কুয়েত অগ্নিকাণ্ডে মৃত ৪৬ ভারতীয় শ্রমিক
‘বিকশিত ভারতে’র আসল চেহারা

স্বপ্নের ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে রইল নীতিন কুথুরের তৈরি হতে চলা বাড়িটা। কেরালা থেকে বছর পাঁচেক আগে কুয়েত পাড়ি দিয়েছিলেন নীতিন, সেখানকার এনবিটিসি কোম্পানিতে ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে। গত ১২ জুন ভোররাতে দক্ষিণ কুয়েতের মানগাফে যে বাড়িটিতে বিধ্বংসী আগুন লাগে, তারই একটা ঘরে পুড়ে মারা যান তিনি। বছরখানেক আগে বাড়ির শুধু ভিতটুকু তৈরি করেছিলেন। আশা ছিল, কুয়েতে কাজ করে টাকা জমিয়ে সেটি সম্পূর্ণ করবেন।

দেশে ভালো কাজ না মেলায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর কেরালার সাজন জর্জকে কুয়েতে কাজ করতে পাঠান তাঁর বাবা, গত এপ্রিলে। এ দিন মৃত্যু হয়েছে তাঁরও।

বাড়িতে এসে পৌঁছেছে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের বাসিন্দা দ্বারিকেশ পট্টনায়কের নিথর দেহ। তিনিও এনবিটিসি কোম্পানির কর্মী হিসাবে থাকতেন মানগাফের ওই বাড়িতে।

কুয়েতের এই অগ্নিকাণ্ডে এ পর্যন্ত যে ৫০ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে, তার মধ্যে ৪৬ জনই ভারতীয়। ২৪ জনের বাড়ি কেরালায়, বাকিরা অন্য রাজ্যের। এঁরা সকলেই ছিলেন এনবিটিসি কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারী। মানগাফ শহরে কোম্পানির দেওয়া ওই বাড়িতে যত জনের জায়গা হয়, তার ঢের বেশি— প্রায় দুশো জন কর্মী থাকতেন। দুর্ঘটনার পর বোঝা গেছে, কোম্পানি বাড়িটিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলে কিছুই রাখেনি। ছিল না কোনও রকম অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, জরুরিকালীন বেরনোর রাস্তা বা ফায়ার অ্যালার্ম। ফলে এ দিন ভোর রাতে যখন আগুন লাগে, ঘুমন্ত বাসিন্দারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিপদের আঁচই করতে পারেননি। আগুন লেগেছে বুঝতে পারার পরেও বেরনোর পথ পাননি হতভাগ্য মানুষগুলি। কেউ ঝলসে পুড়ে, অনেকে প্রবল ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। বাঁচতে চেয়ে উপর তলা থেকে বেপরোয়া ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছেন শামির উমারুদ্দিন নামের এক হতভাগ্য কর্মী।

পুড়ে যাওয়া বাড়িটি ঘুরে দেখে কুয়েত প্রশাসনের প্রতিনিধি মন্তব্য করেছেন, এই দুর্ঘটনা রিয়েল এস্টেট মালিকের লোভের ফল। প্রশ্ন ওঠে, এ কথা কি আগে তাঁদের জানা ছিল না! ভিনদেশ থেকে যে মানুষগুলি গিয়ে কুয়েত দেশটিকে গড়ে তোলার কাজে দিনরাত পরিশ্রম করছেন, তাঁরা কেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছেন, কাজের জায়গায় কোনও রকম বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন কি না, এ সবের খোঁজ রাখা কি তাঁদের দায়িত্ব নয়? আসলে ভারত সরকারই হোক বা কুয়েত সরকার, এদের সকলের চোখেই এইসব শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন অনেকটা পোকামাকড়ের মতো, যাদের মরা-বাঁচা আদৌ বিবেচ্য বিষয়ই নয়। কারণ, এ কথা কুয়েত কিংবা ভারত— উভয় সরকারেরই জানা আছে যে, পেটের দায়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও শ্রমিক-কর্মচারীদের এই স্রোত বন্ধ হবে না।

কুয়েতের এই অগ্নিকাণ্ডে এ কথা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, বিদেশে কাজ নিয়ে চলে যাওয়া অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নেই। খোদ সরকারি তথ্যই বলছে, এ দেশের প্রায় তিন কোটি শ্রমিক-কর্মচারী অভিবাসী হিসাবে দেশে দেশে কাজ করেন, যে সংখ্যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। এঁদের মধ্যে ৮৮ লক্ষই কাজ করেন কুয়েত, কাতার, সৌদি আরবের মতো উপসাগরীয় দেশগুলিতে। কুয়েতের মোট শ্রমিকসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ অধিকার করে আছেন ভারত থেকে যাওয়া ছুতোরমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, নির্মাণশ্রমিক, কারখানাশ্রমিক ও গৃহ-পরিচারক, ড্রাইভাররা। বছরের পর বছর নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বার বার সামনে এসেছে এই মানুষগুলির অসহনীয় জীবনযাত্রার কথা। বহু সমীক্ষায় উঠে এসেছে, উপসাগরীয় দেশগুলিতে ভারতের অভিবাসী শ্রমিকদের কোনও রকম শ্রম-অধিকার না থাকার বিষয়টি। অমানুষিক কাজের পরিবেশ, বসবাসের অবর্ণনীয় দুর্দশা— কোনও কিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের অজানা নয়। দালালের খপ্পরে পড়ে বিদেশে কাজ করতে গিয়ে পাসপোর্ট হাতছাড়া হওয়ার কারণে এইসব শ্রমিকদের অনেকেই কেমন করে ক্রীতদাসের জীবন কাটাতে বাধ্য হন— কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে তার বহু রিপোর্ট আছে। দু’বছর আগে কাতারে স্টেডিয়াম তৈরির কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর খবরে শিউরে উঠেছিল গোটা দুনিয়া। তা সত্ত্বেও হেলদোল নেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। অভিবাসী এই শ্রমিকদের সম্পর্কে বিশদ খোঁজখবর রাখা, তাঁদের নিরাপত্তা, কাজ ও বসবাসের সুপরিবেশ সুনিশ্চিত করার জন্য ওইসব দেশের সরকারের সঙ্গে কথা বলা ও প্রয়োজনে চাপ দেওয়া— কোনও কিছুই ভারত সরকার বোধহয় নিজের দায়িত্ব বলেই মনে করে না। এমনকি এই দুর্ঘটনার পরেও কুয়েতে ভারতীয় দূতাবাসের ঘুম ভাঙতে বহু সময় লেগেছে বলে অভিযোগ। অথচ এই বিপুল সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিকের পাঠানো ডলারে সমৃদ্ধ হয় দেশের অর্থভাণ্ডার, যা খরচ হয় ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-সাংসদ-নেতারা নিজেদের জীবনের বিলাসব্যাসন ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে।

কুয়েতের এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে একটি প্রশ্ন না করে পারা যায় না। প্রশ্নটি হল— মোদিজি, এই কি তবে আপনার ‘বিকশিত ভারত’-এর আসল চেহারা? ভারতকে অচিরেই ৭০০ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে চলেছেন বলে প্রায়শই আপনার গর্বোদ্ধত প্রচার শোনা যায়। কিন্তু যে দেশের কোটি কোটি মানুষকে বাধ্য হতে হয় পেটের দায়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে থাকতে, যে দেশের অভিবাসী কর্মীদের প্রায়শই মর্মান্তিক অকালমৃত্যুর শিকার হতে হয়, সে দেশের অর্থনীতি ৭০০ কোটি ডলার ছুঁতে পারল কি পারল না— সেটা কি আদৌ বিচার্য বিষয় হতে পারে! ‘উন্নয়ন’ ‘উন্নয়ন’ বলে আপনাদের সোল্লাস চিৎকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষগুলির জীবনের বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটাতে পারছে কি? শুধু তো অভিবাসী শ্রমিকরাই নন, দেশের বেকারসমস্যা আজ এত ভয়ঙ্করভাবে মাথা তুলেছে যে, বিদেশে ভাড়াটে সেনা হিসাবেও মৃত্যুর মুখে পা বাড়াতে হচ্ছে দেশের কর্মহীন তরুণ-যুবকদের। অতি সম্প্রতি সংবাদমাধ্যম সূত্রে সামনে এসে গেছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভাড়াটে সেনার কাজ করতে সেখানে পাড়ি দিয়েছেন ভারতের কর্মহীন লাচার তরুণরা। ইতিমধ্যে এই যুদ্ধে মারাও গেছেন তাঁদের কয়েকজন। জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ইজরায়েল সরকারের হয়ে কাজ করতে গেছেন কয়ের হাজার ভারতীয় শ্রমিক, যাঁদের পাঠানো হচ্ছে রাফা ও গাজার যুদ্ধক্ষেত্রে। লড়াইয়ের মাঝে পড়ে তাঁদের কয়েকজনের প্রাণও গেছে।

মোদিজি, এর পরেও কি ‘বিকশিত ভারত’ আর ‘৭০০ কোটি ডলারের অর্থনীতি’র বড়াই করে চলবেন আপনি! যে ঘটনায় লজ্জায়, ধিক্কারে, আত্মগ্লানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার কথা, সে ঘটনাকে ‘ম্যানেজ’ করতে কুয়েতে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা দিয়েই আপনি দায় সারতে চাইছেন! আপনার কি উচিত ছিল না, দেশবাসীর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কুয়েত অগ্নিকাণ্ডে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ও রাফায় নিহত ভারতীয় তরুণদের মর্মান্তিক অকালমৃত্যুর দায় সম্পূর্ণ ভাবে নিজের কাঁধে নেওয়া এবং আগামী দিনে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য তৃতীয় বিজেপি সরকারকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে বলা? তা আপনি করলেন কোথায়!

পেটের দায়ে, সন্তান-আত্মজনদের মুখে দু’মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার তাড়নায় কুয়েত, রাশিয়া কিংবা ইজরায়েলে পাড়ি দেওয়া এতগুলি মানুষের মর্মান্তিক অকালমৃত্যুতে ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ দেশের মানুষ আপনাকে ধিক্কার জানাচ্ছে এবং এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে অবিলম্বে তৃতীয় বিজেপি সরকারের জোরালো পদক্ষেপ দাবি করছে।

এনসিইআরটি-র স্কুল সিলেবাসের বিকৃতি সর্বনাশা
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, এনসিইআরটি স্কুল সিলেবাস সংস্কারের নামে ২০১৪ সাল থেকে শুরু করে এই নিয়ে চতুর্থ বার তাদের পাঠ্যবইয়ে সর্বনাশা পরিবর্তন আনল। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। তারা এর আগে দশম শ্রেণির বিজ্ঞানের বই থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির মতো আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়কে বাদ দিয়েছে। দু’জন বিশিষ্ট মুসলিম কবি ইকবাল এবং ফৈয়াজ আহমেদ ফৈয়াজের কবিতা বাতিল করেছে। মুঘল এবং সুলতানি আমলের ইতিহাস ছেঁটে ছোট করা হয়েছে। হুমায়ুন, শাহজাহান, আকবর, জাহাঙ্গির এবং ঔরঙ্গজেবের মতো মুঘল সম্রাটদের অবদান সংক্রান্ত দু’পাতা জোড়া তালিকাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ (কোল্ড ওয়ার) এবং জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সময়ের ঘটনাও বাদ দেওয়া হয়েছে। একাদশ শ্রেণির সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে গুজরাটে সংখ্যালঘু বিরোধী ভয়ঙ্কর গণহত্যার কথা। অযোধ্যার (রামমন্দির-বাবরি মসজিদ) কথা চার পাতার বদলে দু’পাতায় আনা হয়েছে শুধু তাই নয়, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে ওই স্থানেই যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রামমন্দির নির্মিত হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। বাবরি মসজিদকে ‘তিন গম্বুজের সৌধ’ নামকরণ করে বলা হয়েছে, তা ১৫২৮ সালে রামের জন্মস্থানে তৈরি হয়েছিল এবং তার ভেতরের ও বাইরের নানা অংশে হিন্দুদের নানা প্রতীক এবং ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস সংক্রান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। দাবি তোলা হয়েছে, হরিয়ানায় সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ নিদর্শন নাকি আর্যদের বাইরে থেকে আসার তত্ত্বকে খারিজ করে দেয়। এর সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে— হরপ্পা ও বৈদিক যুগের মানুষ একই কি না তা নিয়ে আরও গবেষণা দরকার। এই রকম বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খাপছাড়া ভাবে বইতে দেওয়া হয়েছে।

এটা শিক্ষণ-প্রণালীকে বিকৃত করার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়, যা স্কুলশিক্ষার ধ্বংস প্রক্রিয়াকে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবে। যদিও সরকারি কর্তাব্যক্তিরা বলে চলেছেন, এটা সিলেবাসের রুটিন সংস্কার, শিক্ষায় গৈরিকীকরণ করার কোনও উদ্দেশ্য নাকি তাঁদের নেই। বাস্তব হল, ধর্মনিরপেক্ষ-বৈজ্ঞানিক-যুক্তিভিত্তিক শিক্ষার যে অবশেষটুকু টিকে আছে, তা পুরোপুরি ধ্বংস করার লক্ষ্যে এই শিক্ষা সংস্কার চলছে। ছাত্রদের মননজগতকে সম্পূর্ণ ভাবে অন্ধবিশ্বাস ও অধ্যাত্মবাদভিত্তিক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক মনন ধ্বংস করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি তৈরি করার চেষ্টা চলছে।

শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য সচেতন অংশের নাগরিকদের কাছে আমাদের একান্ত আবেদন— শিক্ষা বাঁচাতে দেশব্যাপী জোরালো আন্দোলন তীব্র করুন, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির গোপন অ্যাজেন্ডার মুখোশ খুলে দিন এবং আসন্ন সর্বনাশকে প্রতিহত করুন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 44 Bengali Weekly June 21, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

এআইকেকেএমএস-এর সভা থেকে
দিল্লিতে মহাসমাবেশের ডাক

বিজেপি সরকারের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী কৃষক-খেতমজুর বিরোধী নীতি প্রতিরোধে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৪-১৫ জুন কলকাতায় এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় কাউন্সিল মিটিং অনুষ্ঠিত হল। মিটিংয়ে ১৮টি রাজ্য থেকে ১০৫ জন কাউন্সিল সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কৃষক-খেতমজুরদের সমস্যা সহ দেশের বর্তমান

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাজ্যে আরও শত শত গ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার ভিত্তিতে কৃষিজীবী জনগণকে যুক্ত করে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে ও ব্যাপক প্রচারের ঢেউ তুলে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে এক মহাসমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মিটিংয়ে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং দিল্লির কর্মসূচি সফল করার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত নিজের রাজ্যে রূপায়ণে দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেন। মিটিংয়ের সমাপ্তি অধিবেশনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ এই কর্মসূচির রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু, এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করা, গ্রামীণ মজুরদের সারা বছরের কাজ ও বাঁচার মতো মজুরি, সারের কালোবাজারি বন্ধ করে সার, বীজ, তেল সহ সমস্ত কৃষি উপকরণ সস্তা দরে সরবরাহ, সংশোধিত বিদ্যুৎ বিল বাতিল করা, কৃষিঋণ মকুব ও গরিব কৃষক-মজুরদের পেনশনের ব্যবস্থা, দিল্লির কৃষক আন্দোলনে শহিদদের উদ্দেশ্যে সিংঘু বর্ডারে শহিদ স্তম্ভ তৈরি করা, খরা-বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ধান পাট আলু সহ চাষির ফসল কেনার জন্য অঞ্চলে অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে কৃষি মান্ডি তৈরি ইত্যাদি দাবিতে আগামী ১৫ জুলাই দেশ জুড়ে দাবি দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয় মিটিং থেকে।

রাজ্যে আট বছর ধরে উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগ নেই। পড়াবে কে?

পশ্চিমবঙ্গে আট বছর ধরে উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিই নেই। ফলে একাদশ ও দ্বাদশে বহু বিষয়ের শিক্ষক পদ শূন্য। প্রতি বছর বহু শিক্ষক অবসর নিচ্ছেন। অথচ নতুন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। ইউডাইস (ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন)-এর তথ্য দেখাচ্ছে, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কয়েক হাজার করে শিক্ষকপদ শূন্য। অন্যান্য বিষয়েও তাই। ফলে ভয়ঙ্কর ভাবে ব্যাহত হচ্ছে পড়াশোনা।

শিক্ষাই জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে দেয়। সেই শিক্ষা নিয়ে চলছে চূড়ান্ত সরকারি অবহেলা। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রতি সরকারি অবহেলা দীর্ঘ বছর ধরেই চলছে। এ সব দেখে বহু অভিভাবক সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মোহ হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে সম্পন্ন, তারা সন্তানদের পাঠাচ্ছেন বেসরকারি স্কুলে। যাদের তা নেই তারা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

শিক্ষার এই ছন্নছাড়া দশা তৈরি হল কেন? এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিটি জনবিরোধী শিক্ষা নীতি, ছাত্র স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে বহু বছর আগেই দেখিয়েছে, সরকার শিক্ষার বেসরকারিকরণ চায় এবং সেই লক্ষ্যেই বেসরকারি শিক্ষার বাজার তৈরি করে দিতে সরকারি শিক্ষার প্রতি মানুষের আকর্ষণ নষ্ট করে দিতে চায়। সেই লক্ষ্যেই এক সময় রাজ্যে সিপিএম সরকারের উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়া। একই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও পাশ-ফেল প্রথাকে গুরুত্বহীন করা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, শিক্ষক নিয়োগ না করা বা শিক্ষক নিয়োগে তৎপর না হওয়া— সেই পরিকল্পনারই অংশ ।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে বেসরকারি মালিকদের শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে সরকারগুলির এই ষড়যন্ত্রের ফলে রাজ্যে শত শত স্কুল উঠে যাচ্ছে। শত শত স্কুল বন্ধ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। বেকার সমস্যা এমনিতেই ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। এই অবস্থায় চাকরির এই স্থায়ী ক্ষেত্রগুলিকেও ধ্বংস করার ফলে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা কাজ পাওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন।

এক মাস হয়ে গেল একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও ক্লাস শুরু হল না। অবিলম্বে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করার দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য অতি দ্রুত শিক্ষক নিয়োগে গুরুত্ব না দিয়ে 'ক্লাস্টার অফ স্কুল' গড়ে তোলার কথা বলছেন। এ এক নয়া বিপদ। সরকারের পরিকল্পনা, এর মধ্য দিয়ে কয়েকটি স্কুলের ছাত্রদের একসাথে ক্লাস নেওয়া হবে। এতে সরকার যদি সফল হয় তা হলে স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের তাগিদ আরও কমে যাবে। তাতে ছাত্রদের সমস্যা শুধু আরও বাড়বে তা নয়, কর্মসংস্থানের একটা স্থায়ী ক্ষেত্রও বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে এই ক্লাস্টার সিস্টেম প্রতিরোধ আজ অত্যন্ত জরুরি কর্তব্য।

সরকারকে মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে

একের পাতার পর

ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের যোগসাজশই খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রধানত দায়ী।

মূল্যবৃদ্ধির আঁচে ঝলসে যাওয়া মানুষকে রক্ষা করতে একটা দেশের বা রাজ্যের সরকারের ভূমিকা কী? সরকার কি মূল্যবৃদ্ধির সামনে নিষ্ক্রিয় নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকবে? এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী খারাপ আবহাওয়ার অজুহাত তুলে অতি মুনাফার লোভে যেমন খুশি খাদ্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে যাবে, আর সরকার তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাটুকুও করবে না? মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের নামে রাজ্য সরকার কয়েক বছর আগে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। সেই টাস্ক ফোর্সের ভূমিকা কী, রাজ্যের মানুষ জানেন না। দীর্ঘ দিন তার দেখাও পাননি মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে হুংকারটুকুও দিচ্ছেন না। অসাধু ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের জন্য বাজারে হানাও দিচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের ভূমিকাও তাই। ফলে দুই সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে বাজারে একতরফা চলছে মূল্যবৃদ্ধির দাপাদাপি।

মূল্যবৃদ্ধি একটি নিঃশব্দ ঘাতক। যখন সাধারণ মানুষের আয় বাড়ার সুযোগ নেই, তখন এই বিপুল মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে মানুষ প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্যপণ্য কিনতে পারবে না। ফলে বাড়বে অপুষ্টি। এই রকম একটি বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতা কি মানা যায়! বড় ব্যবসায়ী ও অসাধু কালোবাজারিদের স্বার্থেই কি সরকারের এ ব্যাপারে এতখানি অবহেলা ?

গণবন্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ রেশন দোকানের মাধ্যমে একসময় চাল, গম, চিনি, ডাল, তেল সহ বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরকার স্বল্পমূল্যে দিত। এখন চাল আর কিছু ক্ষেত্রে গম ছাড়া রেশনে কিছুই মেলে না। খাদ্য ব্যবসাকে খোলাবাজারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি সরকারের নীতি অনুসারে সমস্ত খাদ্যপণ্য মজুত করার অবাধ ছাড়পত্র বৃহৎ মালিকদের দেওয়া হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনকে দুর্বল করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। রাজ্য সরকারগুলিও তাকেই অনুসরণ করছে। ফলে ছোট মজুতদারদের জায়গা নিয়েছে কর্পোরেট মালিকরা। সবজি, টম্যাটো সহ কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে দাম যখন বাড়ে, কৃষকরা সেই বাড়তি দাম পান না। সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত আলু, সবজি সংরক্ষণের মতো হিমঘরের ব্যবস্থা নেই। যতটুকু আছে তা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের দখলে। ফলে বড় ব্যবসায়ীরা চাষিদের কাছ থেকে সবজি কেনে ১ টাকা কিলো দরে, আর সাধারণ মানুষকে তার জন্য দিতে হয় কিলো পিছু ৫০ টাকা।

এখন জনগণের সামনে একটি রাস্তাই খোলা আছে। গণআন্দোলনের চাপে এই সরকারকে মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হিসেবে ১৯৫০-এর দশকেই এসইউসিআই(সি) খাদ্যপণ্যের সার্বিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবি তুলেছিল। অর্থাৎ সরকার কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্য দামে সরাসরি খাদ্যপণ্য কিনবে। তারপর সে নিজেই তা জনগণকে ন্যায্য দামে বিক্রি করবে। মাঝখানে কোনও দাম বাড়ানোর দুষ্টশক্তি থাকবে না। এই ব্যবস্থা চালু করলে কৃষক যেমন ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন, তেমনই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা থেকে জনসাধারণ বাঁচবে। কিন্তু মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কোনও সরকারই বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী এই দাবি মানতে রাজি হয়নি।

মূল্যবৃদ্ধির পেছনে খরা বন্যা বৃষ্টি ইত্যাদি সাময়িক কারণ এবং মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের ভূমিকা ছাড়াও সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ববাজারে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত কমেছে তখনও সরকার এখানে দাম কমায়নি। এটাও মূল্যবৃদ্ধির পেছনে কাজ করেছে। এর বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জরুরি। জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামলে শাসক শ্রেণি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু পুঁজির সেবক সরকার নিজে থেকে এ কাজ করবে না। এখানেই রয়েছে গণআন্দোলনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com